মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৩

(১)ওই সময়ে হযরত ইয়াহিয়া আ. ইহুদিয়ার মরুপ্রান্তরে এসে একথা প্রচার করতে লাগলেন- (২)"তওবা করো, কারণ বেহেস্তি রাজ্য কাছে এসে গেছে।" (৩)ইনি সেই লোক, যাঁর সম্পর্কে নবি হযরত ইসাইয়া আ. বলেছেন- "মরুপ্রান্তরে একজনের কণ্ঠস্বর ঘোষণা করছে- 'তোমরা মালিকের পথ প্রস্তুত করো, তাঁর রাস্তা সোজা করো।'"

(৪)হযরত ইয়াহিয়া আ. উটের লোমের কাপড় পরতেন। তার কোমরে থাকতো চামড়ার কোমরবন্ধ। তিনি ফড়িং এবং বনমধু খেতেন। (৫)তখন জেরুসালেম, সমগ্র ইহুদিয়া এবং জর্দান নদীর আশেপাশের সমস্ত লোক তার কাছে যেতে লাগলো এবং (৬)গুনাহ স্বীকার করে জর্দান নদীতে তাঁর কাছে বায়াত নিতে লাগলো।

(৭)কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, অনেক ফরিসি ও সদ্দুকি বায়াত নেবার জন্য আসছেন, তখন তিনি তাদের বললেন, "সাপের বংশধরেরা! যে-গজব আসছে তা থেকে পালাবার জন্য কে তোমাদের সতর্ক করলো? (৮)তওবার উপযুক্ত ফল দেখাও।

(৯)মনে মনে একথা বলতে পারার কথা চিন্তাও করো না যে, 'হযরত ইব্রাহিম আ. আমাদের পূর্বপুরুষ'; কেননা আমি তোমাদের বলছি, আল্লাহ এই পাথরগুলো থেকেও হযরত ইব্রাহিম আ. এর বংশধর সৃষ্টি করতে পারেন।

(১০)গাছের গোড়াতে কুড়াল লাগানোই আছে; যে-গাছে ভালো ফল ধরে না তা কেটে আগুনে ফেলে দেয়া হবে। (১১)তওবা করেছো বলে আমি তোমাদের পানিতে বায়াত দিচ্ছি কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন, তিনি আমার চেয়ে মহান। আমি তাঁর জুতা বইবারও যোগ্য নই। তিনি আল্লাহর রুহ ও আগুনে তোমাদের বায়াত দেবেন। (১২)তাঁর কুলা তাঁর হাতেই আছে এবং তাঁর ফসল মাড়ানোর জায়গা তিনি সাফ করবেন। তিনি তাঁর গম গোলায় জমা করবেন এবং যে-আগুন কখনো নেভে না, সেই আগুনে তুষ পুড়িয়ে ফেলবেন।”

(১৩)অতঃপর হযরত ইসা আ. হযরত ইয়াহিয়া আ.এর কাছে বায়াত নেবার জন্য গালিল থেকে জর্দানে এলেন। (১৪)হযরত ইয়াহিয়া আ. তাঁকে বিরত রাখতে চেষ্টা করলেন; বললেন, “আমারই বরং আপনার কাছে বায়াত নেয়া দরকার অথচ আপনি কিনা এসেছেন আমার কাছে?” (১৫)কিন্তু হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “এবার এরকমই হোক; কারণ আমাদের পক্ষে এভাবেই দীনের সমস্ত দাবি পূরণ করা উচিত।” তখন তিনি রাজি হলেন। (১৬)বায়াত নেবার পর হযরত ইসা আ. পানি থেকে উঠে আসার সাথে সাথেই তাঁর সামনে আসমান খুলে গেলো আর তিনি দেখলেন, আল্লাহর রুহ কবুতরের মতো নেমে এসে তাঁর ওপরে বসছেন। (১৭)এবং বেহেস্ত থেকে একটি কণ্ঠস্বর বললেন, “এ-ই আমার একান্ত প্রিয় মনোনীতজন, তার ওপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।”